গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে বিজিবি

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তের আলমবাজার এলাকায় ৪৭ বর্ডাগার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি) কাজিপুর বিওপি অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন ও গাঁজাসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মোজাম্মেল হকের ছেলে বিদ্যুৎ হোসেন (৩২) ও করমদি গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে বাদল হোসেন (২০)।

তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন (৩টি সীমসহ) ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সীমান্ত পিলার ১৪৫/৫ এস হতে ৫ শ গজ দুরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজিপুর আলমবাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করে বিজিবি’র টহল দলটি।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কাজিপুর বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মো: টিপু সুলতানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল এই অভিযানে অংশ নেন। এঘটনায় মামলা দিয়ে দুজনকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিজিবির অভিযানে ফেনসিডিল ও মদসহ মিন্টু আটক

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্পের অভিযানে ফেনসিডিল ও ভারতীয় মদসহ মিন্টু হোসেন (৩৪) নামের এক মাদক কারবারী আটক হয়েছে।
আটক মিন্টু হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের কোলপাড়া এলাকার রুস্তুম আলীর ছেলে।
বুড়িপোতা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ৪ বোতল ফেনসিডিল ও ২ বোতল ভারতীয় মদসহ মিন্টুকে আটক করে বিজিবি।
৬ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)’র বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্প

কমান্ডার নায়েক সুবেদার তোহিদুজ্জামান বলেন, সোমবার বিকালের দিকে বুড়িপোতা এলাকায় বিজিবির একটি টিম টহল দেওয়ার সময় মিন্টু হোসেনকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৪ বোতল ফেনিসিডিল ও ২ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।
মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪(ক)/২৪(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ৩৫, তারিখ ৩১/১০/২০২২ ইং
আজ সোমবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মিন্টু হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১২০ কেজি সিসা উদ্ধার

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) টহল দলের অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১২০ কেজি ভারতীয় সিসা উদ্ধার হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার খালপাড়া গ্রামে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১১৬ এর নিকট হতে ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বাশবাগানে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই সিসা উদ্ধার করা হয়।

৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) বুড়িপোতা বিওপি’র নায়েব সুবেদার তৌহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল খালপাড়া গ্রামের বাঁশ বাগানের মধ্যে খড়কুটা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় ৪ টি প্লাস্টিক বস্তার মধ্যে থেকে ১২০ কেজি সিসা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক ১২০ কেজি বাংলাদেশী সিসা উদ্ধারের ঘটনায় দুপুরের দিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে।

নায়েব সুবেদার তৌহিদুজ্জামান জানান, ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে চোরাকারবারীরা সিসা গুলো ভারতে পাচারের উদ্যোশ্যে ওই বাঁশবাগানের মধ্যে জড়ো করেছিল। বিজিবির টহল দলকে দেখে সিসাগুলো

ফেলে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, সিসা উদ্ধারের ঘটনায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।এছাড়া উদ্ধারকৃত সিসা মেহেরপুর কাষ্টম অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।উদ্ধারকৃত সিসার আনুমানিক মুল্য ২লাখ ৪০ হাজার টাকা।

গাংনী সীমান্তে ৪০ লাখ টাকার ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) গাংনী উপজেলার কাজিপুর (বিওপি) সদস্যরা মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৫ হাজার ৯৬০ পিচ ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৬/৩এস এর ৩০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে এগুলো দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার করেন।

গাংনী উপজেলার কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের ইনচার্জ সুবেদার মো: মজিবুল হকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই আঁতশবাজি উদ্ধার করে।

আতশবাজিগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ঊনচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা বলে জানানো হয়েছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সেক্টরের পক্ষ থেকে।

এঘটনায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা আটক

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা ও তার দুই সহযোগীকে হেরোইনসহ আটক করেছে ৬ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ঝাঁঝাঁ ক্যাম্পের সদস্যরা।

আটকরা হলেন, জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে, শহরের নতুন পাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ ও বেড় পাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ইসরাফিল। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে আটকের পর রাত সাড়ে নয়টার দিকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। আটকের সময় বিজিবি সদস্যরা তাদের কাছ থেকে ৬.৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।

ঝাঁঝা বিজিবি ফাঁড়ির নায়েব সুবেদার জামাল হোসেন জানান, বিজিবি’র একটি টহল দল হরিরামপুর এলাকায় টহল থাকাকালীন সময়ে জুয়েল, লালন এবং ইস্রাফিলকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এসময় বিজিব সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। প্রথম দিকে নিজেদেরকে তাঁতী লীগের সাধাণ সম্পাদক পরিচয় দিয়ে বিজিবির উপর চড়াও হয়। পরে বিজিবি তাদের চড়াওকে পাত্তা না দিলে অবস্থা বেগতিক দেখে পালানোর চেষ্টা করে।

বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬.৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।. এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দিয়ে পুলিশে হস্তান্তর করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দেয়া হয়েছে এটি এফআইআরভুক্ত হতে প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২০ সালের ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর শহরের ফুলবাগানপাড়ার একটি বাড়িতে চুরির মামলায় জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার দুই বছর সাজা দেন আদালত। সে মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন জুয়েল রানা।

গাংনীর সেই মাদক ব্যবসায়ীর ১০ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুরে ঝন্টু আহমেদ (৪০)নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক।

বুধবার (১ জুন) দুপুরে জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. ওয়ালিউল ইসলাম এ দন্ডাদেশ দেন।

দন্ডপ্রাপ্ত মাদক ব্যবসায়ী ঝন্টু আহমেদ জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের একটি টীম ২০১৮ সালে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় সোপর্দ করেন।

অপরাধ প্রমানীত না হওয়ায় এই মামলায় অপর চার আসামিকে বেকুসুর খালাস দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালে ১ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ঝন্টু আহমেদকে আটক করেন। ভারত থেকে ফেনসিডিল নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করছিলেন ঝন্টু আহমেদ।তার কাছ থেকে ৫০৩ বোতল ফেনসিডিল জব্দ হয়।

বিজিবির পক্ষ থেকে আটক ঝন্টুসহ পাঁচ জনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইনে গাংনী থানায় মামলা দেয়া হয়।

দীর্ঘদিন মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে বুধবার দুপুরে আসামিদের এ

দণ্ড দেন আদালত। এ সময় বাকি চার আসামি দোষী প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন জেলা জজ কোটের পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য্য এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

চুয়াডাঙ্গায় তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীর মানবন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির ট্রেণিং সেন্টার নির্মাণের জন্য তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ করার প্রতিবাদে গ্রামবাসী মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে।

শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের হায়দার পুর ও জাফরপুরের তিন ফসলি জমির মাঠের মধ্যে এই মানববন্ধন করে গ্রামবাসী।

চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দুরে ঝিনাইদহ সড়কে ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর। ওখানে বিজিবি ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৬ বিজিবি। তবে কৃষকদের দাবী, জাফরপুর ও হায়দারপুরের ৩৮ ও ৩৯ নং মৌজার যে জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে তা তিন ফসলি জমি। তাঁরা এ জমি অধিগ্রহণের জন্য দিতে রাজি নয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কৃষক রজব আলী, রবিউল, সেহেল, আক্কাসসহ অনেকে। তারা বলেন, এ গ্রামের মানুষেরা চাষাবাদ ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। এ এলাকায় ধান, ভুট্টা, পান, ডাল ফসল, আলু, কপি এবং খেজুর গাছের রস উৎপাদন হয়। এখানে ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য বসত বাড়ীসহ প্রায় ৩০০ বিঘা জমি অধিগ্রহন করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের এ জমিতে ১৪ মাসে ৪টি ফসল উৎপাদন হয়। বিভিন্ন সময়ে আমাদের

এই দুই গ্রাম থেকে স্টেডিয়াম করার জন্য ৫০ বিঘা, বিজিবি ক্যাম্প করার সময় সাড়ে ৩শ বিঘা, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করার জন্য ১৫ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় গ্রামবাসী আরও বলেন যদি অধিগ্রহণ নামা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মানববন্ধন চালিয়ে যাবে।

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ফেন্সিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার, আটক ১

বিজিবির অভিযান

চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার সীমন্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান ও মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৬ কেজি গাঁজা, ৩৫ কেজি চুল, একটি মোটরসাইকেল, ১টি মোবাইল ও ২টি সিম কার্ড উদ্ধার করেছে বিজিবি সদস্যরা।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত এসকল সামগ্রী উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনস্থ বারাদী, সুলতানপুর, মুন্সিপুর এবং হুদাপাড়া বিওপি ক্যাম্প।

বিজিবির অভিযান

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিবিজিএম, পিএসসি স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শনিবার দুপুরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অভিযানে দামুড়হুদা থানার মুন্সিপুর গ্রামের মৃত রতন শেখের ছেলে মো: রশিদ (৫০)কে আটক করা হয়। এছাড়া উদ্ধারকৃত সামগ্রীর সিজার মূল্য ৫,৩২,৬০০/- (পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা বলে

জানানো হয়েছে।

এছাড়া আটককৃত মালিকসহ মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মালামাল দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবসে বিজিবির খাদ্য বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থাপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২ শতাধিক অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর সহ কয়েকটি বিওপিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবি’র উদ্যোগে খাদ্য বিতরণের পাশাপাশি কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবি অধিনায়ক লে: কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিএসপি ও সহকারী পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ইমরান আলী সহ ক্যাম্প কমান্ডার বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি সীমান্তে ইয়াবাসহ আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সীমান্ত ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযানে ৭২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বহনকারী মোটরসাইকেল সহ মাদক ব্যবসায়ী মিঠুকে আটক করেছে বিজিবি।

আটককৃত মিঠু মিয়া হলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চাকুলিয়া গ্রামের রেজাউল আলীর ছেলে বিজিবি সূত্রে জানা গেছে- গতকাল দুপুর ২ টার দিকে চাকুলিয়া সীমান্ত থেকে ব্যাটারি চালিতো অটো চার্জার গাড়িতে করে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে কার্পাসডাঙ্গায় যাওয়া উদ্দ্যেশ্য আসছিলে।

ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সামনে পৌঁছালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ব্যাটারি চালিতো অটো চার্জার গাড়িটি গতিরোধ করেন।

এসময় মাদক ব্যবসায়ী মিঠু মিয়ার দেহ তল্লাশি করে কিছু না পাওয়া গেলে অটো চার্জারে করে নিয়ে যাওয়া মিঠুর মোটর সাইকেলের তল্লাশি করে সিট কভারের নিচে থেকে ভারতীয় মাদকদ্রব্য ৭২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ মাদক ব্যবসায়ী মিঠু মিয়াকে আটক করে বিজিবি।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী মিঠু বিজিবি’র হেফাজতে আছে।